

উলামাদের মাহফিলে দাওয়াত দেয়ার উসুল

১. বয়ানের আয়োজন মাদ্রাসা বা মসজিদ কেন্দ্রিক করা। (দাওয়াতুল হকের মাহফিল খোলা মাঠে তেমন ফলপ্রসূ হয় না।)
২. দাওয়াতের তারিখ ডায়রীতে লেখানো এবং পরে তা নিশ্চিত করা। চাই তা স্ব-শরীরে যেয়ে হোক বা মোবাইল দিয়ে।
৩. রাস্তা বা মানুষ যাতায়াতের বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন যায়গায় মাহফিলের আয়োজন না করা।
৪. মাইক এর আওয়াজ মাহফিলের আওতাভুক্ত করা। দূরে মাইক না দেয়া।
৫. বাদ মাগরিব অথবা যথা সময়ে ঈশার নামাজ আদায় করে সর্বোচ্চ ৩০ মিনিটের মধ্যে বয়ানের ব্যবস্থা করা।
৬. টিভির কোন বক্তাকে উক্ত মাহফিলে দাওয়াত না দেয়া।
৭. বয়ানের জন্য হাদিয়া পেশ না করা।
৮. মাহফিলের ২/৩ দিন আগে থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা।
৯. মাহফিলে পেশাদার বক্তা দিয়ে কালেকশন না করান।
১০. অনুমতি ছাড়া খানার ইন্টিজাম না করা।
১১. মাহফিলের মজমা জমানোর জন্য কুরআন তিলাওয়াতে না করানো বরং হামদ, নাত দিয়ে মজমা জমানো।
১২. মাহফিলের জন্য রাস্তার মধ্যে কোন গেইট বা তোরণ না বানানো।
১৩. মাহফিলে বক্তার আগমনে না'রায়ে তাকবীর বা অন্য কোন শ্লোগান না দেওয়া।
১৪. মাহফিলে আলোক সজ্জা না করা।
১৫. মাহফিলে প্রধান বক্তা, বিশেষ বক্তা, প্রধান অতিথি লিখে উলামাদের মধ্যে বিভক্তি না করা।

উপোরক্ত শর্ত সমূহ মেনে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে আমি মুহাম্মাদ আপনাকে উক্ত মাহফিলে দাওয়াত দিলাম। আশা করি আপনি গ্রহন করবেন। আমরা উল্লেখিত শর্তের কোনটির বরখেলাপ করলে আপনি প্রোগ্রাম বাতিল করতে পারবেন। তাতে আমাদের আপত্তি করার কোন অধিকার থাকবে না।

স্বাক্ষর

www.islamijindegi.com